হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
বাংলাদেশ
মিডিয়া কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সুরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নংঃ ০২/২৯১২০৯

১১ মহররম ১৪৩১ হিজরী

২৯ ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সরকার একদিকে এদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধবংস করার লক্ষ্যে মুশরিক শত্রুরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করছে; আর,অন্যদিকে ভারতের নিরাপত্তার প্রয়োজন পূরণে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে

গতকাল (২৮ ডিসেম্বর, ২০০৯) বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও জাতীয় দৈনিকে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনকে নিরাপত্তা দেবার উছিলায় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এদেশে আগমনের খবর প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি, ভারতের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাও এ উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের তাদের নিরাপত্তা কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবার খবর প্রকাশ করেছে। কিন্তু, যদিও টিভি ফুটেজ, পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি এবং চাক্ষুস সাক্ষী প্রমাণের মাধ্যমে মুশরিক শত্রুরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কর্মীদের হাই কমিশন চত্বরে অবস্থানের ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে, কিন্তু, তারপরও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার নির্লজ্জ প্রক্রিয়ায় পুরো ব্যাপারটিকে অস্বীকার করে চলছে। শুধু তাই নয়, সরকারের মন্ত্রীবর্গও এ ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন পুরো বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন; স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু বলেছেন, পুরো বিষয়টি এখনও আলোচনার পর্যায়ে আছে; আর, পররাষ্ট্র সচিব মিরাজুল কায়েস বলেছেন যে, ভারত তার নিজস্ব বাহিনী দিয়ে হাই কমিশনকে নিরাপত্তা দেবার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এই সমস্ত মন্ত্রীরা কি জনগণকে এটা বিশ্বাস করতে বলেন যে, এ দেশের সরকারের অগোচরে এবং তাদের সহযোগিতা ব্যতীত ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী এদেশে প্রবেশ করেছে?

বাংলাদেশের মুসলিমরা এটা পরিস্কার ভাবে জানতে চায় যে, কেন শেখ হাসিনার সরকার ভারত ও তার হাই কমিশনের নিরাপত্তার প্রয়োজন পূরণে এতো উম্মুখ। গত মাসেই উলফা নেতাদের অপহরণ করে, স্বপ্রণোদিত হয়ে তাদের ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে সরকার ভারতের নোংরা কাজ সম্পাদন করেছে। আর, সরকার যেভাবে বিডিআর সদর দফতরে মেধাবী সেনা অফিসারদের নৃশংস হত্যাকান্ডে ভারতের সাথে হাত মিলিয়েছে, জনগণ সেকথা এখনও ভুলে যায়নি। একদিকে, তারা ভারতের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমাদের সেনাবাহিনীকে দূর্বল করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে; আবার, একইসময়ে, তারা ভারতের নিরাপত্তার প্রয়োজন পূরণে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ভারত আমাদের শত্রুরাষ্ট্র। আর, শত্রুরাষ্ট্রের সাথে সরকারের এই নির্লজ্জ নতজানু আচরণ ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ। যারা অবিশ্বাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, পবিত্র কুর'আনে আলাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে মুনাফিক বলে ঘোষনা দিয়েছেন। পরকালে এদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।

"আর এই সমস্ত মুনাফিকদের ভয়ঙ্কর আযাবের সুসংবাদ দাও। যারা ঈমানদারদের ব্যতীত অবিশ্বাসীদের আউলিয়া [রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী বা বন্ধু] হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা কি তাদের কাছে ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা আশা করে? বস্তুতঃ সকল ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা তো শুধু আল-াহ'র।" [সুরা আন-নিসাঃ ১৩৮-১৩৯]

হিযবুত তাহ্‌রীর এদেশের মুসলিম জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, বর্তমান পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী যে, এই সমস্ত মুনাফিক শাসকগোষ্ঠী আপনাদের সাথে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো প্রকাশ্যে এ রকম মিথ্যাচার করবে। উপরন্তু, আপনাদের অগোচরে তারা আপনাদের শত্রুদের স্বার্থরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে। আমরা আপনাদের আহবান করছি, বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্থ এই শাসনব্যবস্থাকে অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করুন। যে রাষ্ট্র আপনাদের শত্রুদের স্বার্থরক্ষা না করে সর্বদা আপনাদের স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বাংলাদেশ মিডিয়া কার্যালয়